‘‘দু’ দিনের বৈরাগী তাও ভাতেরে কয় অন্ন !!!’’

আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ্

[বিপ্লব পালের দেয়া জবাবটি আদি ঢাকাইয়া ভাষায় দিচ্ছি, আশা করি তিনি এই ভাষার রস উদ্ধার করতে পারবেন, আর যদি না পারেন তবে কুদ্দুস মিয়া তো আছেন হাতের কাছেই !]

আমাগো গাঁও গেরামের একটা ছুট্টু প্রবাদ আছে, আর হেই কথাডা দিয়া পাল মুশাইয়রে জবাবটা দেই ওহন। পাল মুশাই আবার আমার লগে হালার ‘চাচা-ভাতিজা’ সম্পর্ক পাতাইছে। ভাতিজারে কই, শুন ভাতিজা, মন দিয়া শুন একবার। আমি তো আইজ ৩৮ বছর দিয়া এক টানা এই দ্যাশের হাওয়া-পানি খাইয়া বাইচ্চা আছি। হাও ভাওয়ে এই দ্যাশের অনেক কথাই বুজি যেইটা বুজতে ভাতিজা তুমার লাগবো মেলা দিন। তুমার চুলে তো এখনো পাক ধরে নি; বুঝবা কেম্নে? তয় সময়েতে বুঝবা; তবে তখন চাচারে যে হাতের কাছে পাইবা সেই ব্যাপারে সন্দেহ আছে!

এই যে তুমার গিয়া বুশ কাকা, চেনী মামা, আর রামস্ফেল্ড জ্যাঠা হঠাৎ কইরা সাদ্দামের লগে ঝগড়া ফ্যাসাদ লাগাইলো ২০০৩ সনের মার্চ মাসে, সেইটা তো মার্কিন মুল্লুকের ফরচুন ফাইভ হান্ড্রেড কুম্পানী আর তার লগে চেনী মামার পুরানা কুম্পানী হেলীবার্টন সুদ্দা হগলে এক সাথে মিললা ভয়ানক একখানা বুদ্ধি দিয়া এই জং খানা লাগাইলো। এক্ষণ ‘ছাইড়া দে মা কাইন্দা বাচি ’ কইয়া ছুইট্টা আইতে পারলে যেন বাচে এই রকম এক খানা ভাব তোমার বুশ কাকার। কিন্তু লজ্জা শরম কইয়া তো একডা কথা আছে, তাই না? তাই উপর দিয়া কয় বুশে - ইসলামিস্ট গুলারে মাইররা ফেনা ফেনা করমু তার পর গণতন্ত্র আন্মু দোজলা-ফোরাতের দ্যাশে। কয় দিন বাদে মিস ন্যান্সী দেখাইবো হাউসের খেলা। বেটি টাকা পয়সা দিব বেবাগ কাইট্টা। সেই সময় দেখবা ভাতিজা হালার খেলা কেমুন জমে। মোদ্দা কথা হইলো ভাতিজা, কোর্পোরেট আমেরিকার খেলা বুঝতে তুমার গিয়া লাগবো অনেক দিন। প্রেসিডেন্ট আইজ্যানহাওয়ার ১৯৫০ সিনে ইলেকশন জিতার পর বুঝতে পার্ছিল হাড়ে হাড়ে হালার ‘মিলিটারী-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স’ এর কমরের জোর কত!

আম্গো চাট্গাইয়া ইউনুস মিয়াও তোমার লাখান বুঝেসুঝে কম। পশ্চিমী কোর্পরেশনগুলারে দেশে হান্দাইতে না পরলে উনার ঘুম হারাম হয়। তাই সেন্টলুইসের মোনসান্টোর লগে দুস্তি করতে গেছিল কিন্তু দ্যাশের বুদ্ধিমানেরা হেইটা হইতে দেয় নাই। হের পরে উনি টলিনোর কুম্পানীরে নোরওয়ে থেইকা লইয়া গেলেন সোনার বাংলাদেশে সেলফুন ব্যবসার লাইজ্ঞা ‘ফাউস্টিয়ান বার্গেইন’ কইরা (ভাতিজা, সেক্সপিয়ার তো তুমার পড়া আছে হজ্ঞলতা, কেবল তাইলে বুঝবা হালার চাচায় কি লেখলো!)। এখন তো ইউনুস পড়ছে ভীষণ মুশকিলে। টেলনোর হালা ইউনুসের লুঙ্গী ধইরা টান মারে। মুনাফার হক্কলতা

চইলা যায় হালার ওসলো শহরে! আর ইউনুস ঢাকায় বইয়া খালি আঙ্গুল চোষে আর রাগে ফুলে আর রিপোরটার জিগাইলে কয় - ‘‘এই ব্যাপারে আমি প্রকাশ্যে কোন কিছু কথা বলতে চাই না।’’

ভাতিজা, ইউনুসরে দেশের প্রাধান মন্ত্রী বানাইলে হেই দেশের কপাল যে পুড়বো হেই ব্যাপারে কুনু সন্দেহ নাই গা। তুমি ভাতিজা ওহন পশ্চিম বংগ লইয়া বরং চিন্তা কর। বাংলা দেশের লাইগ্যা কুম্ভিরাশ্রু ফেলাইয়া জমিনে আর পেক উঠাইও না। আইজ ঢাকার ডেইলী স্টারে একটা লেখা উঠছে, দয়া কইরা পইড়া দ্যাখো। ইউনুস সাহেবের অনেক কীর্তি কলাপের কাহিনী আছে এই লেখায়।
আর হুনো ভাতিজা, তুমার কাছে ফাইবার অপটিক্স, উইন্ডজ, আর ইনফরমেশিন হায়ওইয়ের কথা শুনতে শুনতে আমাগো কানে হালার তালা লাইজ্ঞা গেছে। তুমি মগর অন্য কুন কিছুর উদাহরণ দিও পশ্চিমা জগৎ এর ব্যবসার তরক্কির কথা যদি হুনাইবার চাও।

আর শেষমেশ একটা কথা জিগায় তুমারে - তা তুমার শোসাল ডারুউইনিজমের কি হইলো? এখন তো দেখি সেটা লইয়া লাফালাফি কম কর! ভাতিজা, আরো বিস্তার পইড়া তুমার ‘কোমল-ওয়ার’ টার আপ্‌ডেট তাইলে কইরা ফেল !

আর ভাতিজা শুন ওহন মন দিয়া, প্রোঃ নওয়াম চমস্কী এক্কেবারে খারাপ কথা কয় না। তার লেখা আর্টিক্যাল পাইলে পইড়ো। দেমাগের বাক্সে হাওয়া দেও, কেবল তাইলে বুঝবা আমেরিকার কুনখান দিয়ে কি ঘটে। তুমি তো ভাতিজা হইলা দুই দিনের বৈরাগী আর তার লাইগ্যা ভাতেরে কও অন্ন।

আজগে তাইলে খেমা দেই ভাতিজা, কেমুন?